আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

অনন্ত চন্দ্র

Semester-2

চার্লস মহতের নবজাগরণের প্রকৃতি ও মূল্যায়ন

চার্লস মহতের মৃত্যুতে ল্যাটিন ইউরোপের রাজনৈতিক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলেও শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন উন্মেষের ফলে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, পরবর্তী একশো বছরের বেশি সময় ধরে খ্রিস্টান জগতের সর্বত্র শোনা গিয়েছিল মুসলমানের এবং মানব মহিমার বিজয় ঘোষণা, এরই স্বাভাবিক ফল হিসাবে সাহিত্য চর্চা এবং ধর্মশাস্ত্রে দেখা দিয়েছিল অভাবনীয় পরিবর্তন, একই সময়ে তত্ত্বচিন্তা, কাব্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিধিই শুধু প্রসারিত হয়নি, এগুলির ক্ষেত্রে উপাদানের এমন আঙ্গিকেও ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল যে সমস্ত রেনেসাঁ পর্বে পর্যাপ্ত ও কুশল ব্যবহারেও তা ফুরিয়ে যায়নি, চার্লস মহতের এই আত্মপ্রকাশ জননের হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিদীপ্ত দরবারের সঙ্গে আরব ও ইহুদি প্রভাব এবং প্রাচ্য দেশগুলির সমৃদ্ধ সভ্যতার ভাব-সম্মেলনের ফলে, এই নতুন চিন্তা ও ভাবসম্পদের আদান সম্ভব হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদার ও মুক্ত পরিবেশের জন্য।

চার্লস মহতের রেনেসাঁর হাওয়া লেগেছিল জীবনের নানা ক্ষেত্রে, সাহিত্য আগেকার মতো ধর্ম-কেন্দ্রিক হলেও, প্রকাশভঙ্গিতে, ছন্দে, অলংকারে, মাত্রা ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন এসেছিল ল্যাটিন কবিতায়, এই সময়কার কয়েকজন বিশিষ্ট ল্যাটিন কবি হলেন বার্নার্ড (পরবর্তীকালে ক্লুনির মঠের অধ্যক্ষ), যাঁর

Scanned by CamScanner

স্তবগান বহু অঞ্চলে সমাদৃত হয়েছিল, ইভো আইমারের কাব্যগ্রন্থ 'Confessis'-এ স্থান পেয়েছে জীবনের সংকট, হতাশা, একটি সুর অনুরণিত হয়েছে ভিলন, বেলমান, বিরুসবড় প্রমুখ কবির কাব্যে। 'গোলিয়ার্ডস' ছদ্মনামধারী কিছু কবি নানা বিষয় নিয়ে সার্থক গীতিকাব্য লিখে গেছেন। এদের কাব্যের সুর ছিল মানবতাবাদী এবং বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য রচনায় এঁরা ছিলেন দক্ষ। রেনেসাঁর কবি মারবড প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ইত্যাদি নিয়ে মৌলিক কবিতা লিখে বন্দিত হয়েছেন।

ল্যাটিন ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার বিকাশও এইযুগের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। সাধারণত যেসব অঞ্চলে চার্চ ও ল্যাটিন ভাষার প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল সেইসব অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। দক্ষিণ ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল ইত্যাদি অঞ্চলে দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁর প্রভাব যেমন পড়েনি বলে সেখানে ল্যাটিন ভাষা লোকের বড়ই অভাব ছিল। তাই সেখানকার মানুষজনে আঞ্চলিক ভাষায় দলিল দস্তাবেজ লিখতে শুরু করেছিল। ফ্রান্স ও ইতালীর চারণকবিরা অসংখ্য গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন, যাতে স্থান পেয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আঞ্চলিক চাওয়া-পাওয়া, প্রেম-বিরহ ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তু। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্য সেই এলাকার মানুষদের কাছে বেশী পরিমাণে সমাদৃত হতে থাকে। 'Song of Ronald' কাব্যে নাইটদের বীরত্ব ও মহানুভবতার কাহিনী এবং নাইটদের বীরত্বব্যঞ্জক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন অনুবাদ রচিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ ছাড়াও স্থানীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করলে এর অগ্রগতির পথ

প্রসার প্রাপ্ত হয়।

আইনশাস্ত্রের অনুশীলন, আইনের সমন্বয়ের আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়েছিল রোম, পেভিয়া, বোলোনা, র‍্যাভেনা ইত্যাদি স্থানে তবে শীর্ষে ছিল আইনবিদ্যা দানের বিদ্যায়তন, বোলোনার শিক্ষক, রোমান আইনের ভাষ্যকার ইরনেরিয়াস সম্রাট জাস্টিনিয়ানের 'Corpus Juris Civilis'র প্রতি সারস্বত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোলোনার শিক্ষক গ্রেশিয়ানের 'Concordia discordantium Canonum' পরবর্তীকালে 'Decretum' নামে পরিচিত হয়েছিল। যা ছিল আইন সংকলন ও আইন ভাবনার একীকরণ। 1139 খ্রী: পর্যন্ত চার্চ সম্পর্কিত প্রথা পদ্ধতি, ধর্ম ও উপাসনা রীতি, আত্মসংযম নিয়ন্ত্রণ বিধিনবলী, বিভিন্ন পোপের নির্দেশনামা, যাজকীয় বিচারালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে এমন সুশৃঙ্খলভাবে সংকলিত হয়েছিল যে এর মধ্য থেকেই গ্রেশিয়ানের সমাজ দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতক ছিল অনুবাদকদের স্বর্ণযুগ। মানুষ অনুসন্ধান করছিল আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবশ্যই অনুবাদের মাধ্যমে। স্পেনের অধিবাসী জন, যিনি ইবন সিনা, আল গাজ্জালি এবং আল ফারাবির বিখ্যাত গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। 1141 খ্রী: ক্লুনির অ্যাবট পিটার দ্য ভেনারেবলের উদ্যোগে পবিত্র কোরানের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আবার অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থগুলো অনূদিত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতে অ্যারিস্টটল বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃতি পেলেন। আল-খাওয়ারিজমির বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি, ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং

টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ 'Almagest' অনূদিত হল, এইসব অনুবাদের উপর ভিত্তি করে শুরু হল পশ্চিম ইউরোপের সমীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস. এমনিভাবে অসংখ্য অনুবাদের মধ্য দিয়ে আরবীয় ও গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার দ্বার খুলে গেল পাশ্চাত্যের কাছে, এজন্য আদের গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবীয় ভাষার বিকাশ হল. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপের বৌদ্ধিক জগতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে গেল যাকে উজ্জীবিত বলা চলে.

দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইতিহাসও রচিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি. ক্যারোলিঙ্গীয় আমলে ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল এই সময়েও তা অব্যাহত ছিল. সাধারণভাবে সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জী, ঐতিহাসিক বিবরণী এবং সাধুসন্তদের জীবনী এইসময় রচিত হয়েছিল. তবে কোনও কোনও রচনায় আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা, উন্নততর লিপিকুশলতা এবং পরিমিতিবোধের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়. অরডারিকাসের যাজক সংক্রান্ত ইতিহাস জয়ুরের-ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, রাডোয়ের-উইলিয়াম চাতনের অপূর্ব ইতিহাস হল প্যারিসের বিশপ অটোর 'On the Two cities' গ্রন্থটি. অ্যাবেলার্ডের আত্মজীবনী এই শতকের বৌদ্ধিক জীবনের বিখ্যাত ইতিহাস, টায়ারের উইলিয়াম তেইশ খণ্ডে লিখেছেন ধর্মযুদ্ধের কাহিনী; এছাড়া কিছু স্থানীয়-ও গোষ্ঠীসংক্রান্ত ইতিহাস এবং তখনকার কিছু আত্মচরিত ও চরিতকথা আলোচ্য সময়ের ইতিহাসচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল.

খ্রীষ্টীয় ভাবজগতেও নবজাগৃতির-হাওয়া প্রবাহিত হয়েছিল. নবম ও দশম শতকে ধর্ম নিয়ে যে উত্তেজনা শুরু হয়েছিল, দ্বাদশ শতকে তা অনেকটা আন্দোলনের

Scanned by CamScanner

রাজা দিয়েছিল, যুক্তির নিরিখে ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণের হোতা ছিলেন তুর-এর ধর্মীয়-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বেরেঙ্গার। বেরেঙ্গারের আগেই প্রতিবাদী ছিলেন রসেলিন, ধর্মীয়-আদালত তাঁর কণ্ঠরোধ করতে চাইলেও একদল তরুণ ধর্মীয় মৌলবাদীদের আক্রমণ উপেক্ষা করে সত্যানুসন্ধান ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ আনসেলম, যাঁর 'Why did God become Man' এবং 'Dialectics' গ্রন্থদ্বয় যা যুক্তি ও বিশ্বাসের অপূর্ব মেলবন্ধন, ইউরোপীয়-দার্শনিক মহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ধর্মীয়-আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে বার্নার্ড এবং পিটার অ্যাবেলারের নাম উল্লেখযোগ্য। অ্যাবেলার যুক্তির নিরিখে ধর্মের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন, ধর্ম ও নীতির বন্ধন থেকে জড়তাকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

বৌদ্ধিক এবং প্রতিষ্ঠানগত বিপ্লব শুরু হল। দ্বাদশ শতকে নবতর শিক্ষার প্রসারে ধারাবাহিক করে চলেছিল, একাধারে চার্চ সংলগ্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল এর মূল পৃষ্ঠপোষক। আবার দ্বাদশ শতকে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল তাদের মধ্যে ভেষজবিদ্যার জন্যে সেলারনো, আইনশাস্ত্রের জন্যে বোলোনা এবং ঈশ্বরতত্ত্ব চর্চার জন্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এই সময় গ্রেকো-রোমান স্থাপত্যরীতি পরিত্যক্ত হল, গথিক স্থাপত্যের তিন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল এবং একে এক নতুন মাত্রা দিল, প্রথমে এল বিন্দুরাকৃতির ছাদ, দ্বিতীয় হল কৌণিক ও সূচাগ্র খিলানের ব্যবহার এবং তৃতীয় হল খিলানের চাপে যাতে স্তম্ভ ভেঙে না পড়ে সেজন্য উড়ন্ত ঠেস বা আলম্বের (flying butress) জোড়া,

Scanned by CamScanner

দুই আলম্বের মাঝখানে তৈরী জানালায় রঙিন কাঁচের ব্যবহার করা হত। ফলে রোমানেস্ক রীতির অন্ধকারাচ্ছন্ন গির্জার বদলে গির্জা হল আলোয় উদ্ভাসিত। সেন্ট ডেনিস, রেইমস, অ্যামিয়েন্স, সেলিসবেরী, নোটরদাম, সোয়াসঁ ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত ~~[illegible]~~ ক্যাথিড্রালগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মূল্যায়ন :-

নবজাগরণের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নেই, প্রত্যেকেই ইতালীয় রেনেসাঁকে ভিত্তি করে অন্যান্য যুগের রেনেসাঁর ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধিক জগতে এই সর্বতোগামী বিচরণকে নবজাগরণ বলা যাবে কিনা, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে। H.O. Taylor এবং তাঁর অনুগামীরা 'The classical Heritage of the Middle Ages' গ্রন্থে মধ্যযুগ ও প্রাক্-আধুনিক যুগের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়েছেন এবং ইউরোপের ইতিহাসের যে কোনো যুগের নবজাগরণের ধারণাকে যথাসম্ভব লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, প্রত্যেক যুগের কার্যাবলি পূর্ববর্তী যুগের অবদানের উপর নির্ভরশীল এবং পূর্ববর্তী যুগ ছাড়া পরবর্তী যুগের অগ্রগতি অচিন্তনীয়। অন্যদিকে C. H. Haskins তাঁর 'The Renaissance of the Twelfth Century' গ্রন্থে রেনেসাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন — একটি নয় কয়েকটি। তাঁর মতে শিক্ষা-সাহিত্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে মধ্যযুগ প্রদর্শন করেছিল বলিষ্ঠ জীবন ও সৃজনশীলতার। ইতালীয় রেনেসাঁর মতো সুদূরপ্রসারী না হলেও দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির জগতে কম আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। ~~তাঁরা মনে করেন 'রেনেসাঁ' কথাটি~~

হ্যাসকিন্স এবং তাঁর অনুগামীরা দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁকে অস্বীকার করে ইতালীয় রেনেসাঁর তাৎপর্যের উচ্চ

Scanned by CamScanner

প্রশংসা যেমন করেননি, তেমনি চূড়ান্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার
ধারণাকে গ্রহণ করে 'রেনেসাঁ' কথাটির নিন্দাও করেননি। তাঁদের মতে,
রেনেসাঁ হল এমন একটি সময় বা যুগ যার মধ্যে বোধশক্তির জাগৃতি
আছে এবং যা পূর্ববর্তী যুগের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত।
কোনো কোনো যুগ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের চেয়ে সার্বিকভাবে
অগ্রণী হয়। আর এদিক থেকে দেখলে দ্বাদশ শতককে রেনেসাঁর
যুগ বলা যেতে পারে; যদিও এর সীমাবদ্ধতাকে স্মরণে রাখতে
হবে।

ক্যারোলিনজীয় রেনেসাঁর মতো দ্বাদশ শতকের
রেনেসাঁ একটি রাজসভা বা একটি রাজবংশের উদ্যোগের ফসল
নয়; কিংবা ইতালীয় রেনেসাঁর মতো একক দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।
আবার ইতালীয় রেনেসাঁর মতো অসংখ্য মনীষীর বহুমুখী কীর্তির
ভাবমূর্তি দ্বাদশ শতকে ছিল না। ইতালীয় রেনেসাঁর ব্যাপ্তির সঙ্গে
দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁর তুলনামূলক বিচার অর্থহীন। তথাপি
এই শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় মন নিজেকে ব্যক্ত করেছিল চরমভাবে,
সর্বোচ্চ গৌরবে এবং সমৃদ্ধশালী বৈচিত্র্যে। তাই ইউরোপের
ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দী একটি বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে চিহ্নিত
হয়ে আছে — যাকে রেনেসাঁ বললে অত্যুক্তি হবে না।

Scanned by CamScanner